রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৭, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

পাট-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৬ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০০১.২০.১৮৯**—সরকার ১৮ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর "চারকোল নীতিমালা, ২০২২" অনুমোদন করেছে।

০২। অনুমোদিত "চারকোল নীতিমালা, ২০২২" অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ বদরুল হক
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ৪.০০

চারকোল নীতিমালা, ২০২২

১.০ প্রস্তাবনা ও যৌক্তিকতা :

পাটখড়ি হতে চারকোল উৎপাদন পাটের বহুমুখী ব্যবহারের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পাটকাঠিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পোড়ানো, শীতলীকরণ ও সংকোচন (Compress) করিয়া চারকোল প্রস্তুত করা হয়। চারকোলে ৭৫% কার্বন থাকে। পানি বিশুদ্ধকরণ, আতশবাজি (Fireworks), জীবন রক্ষাকারী বিষ নিরোধক ট্যাবলেট (Anti-toxin tablet), প্রসাধন সামগ্রী, ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটারের কালি তৈরির কাঁচামাল হিসাবে চারকোল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরাসহ দেশের বেশ কিছু জেলায় প্রায় ৪০টি কারখানায় চারকোল উৎপাদন হইতেছে। ইহার মাধ্যমে বর্তমানে বার্ষিক প্রায় ৭০৭১.৪২ মেট্রিক টন (প্রায়) চারকোল রপ্তানি করিয়া দেশে প্রায় ৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইতেছে। চারকোল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি আয় ও রাজস্ব বৃদ্ধি ছাড়াও প্রায় ২০ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্ভাবনাময় এই চারকোল শিল্প স্থাপন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা নাই। পরিবেশবান্ধব পাটখড়ি হইতে অত্যন্ত কম মাত্রার কার্বন নিঃসরণ হওয়ায় চারকোল শিল্প পরিবেশবান্ধব। জাতীয় স্বার্থে এই বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি বিধায় চারকোল নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হইল।

২.০ ভিশন :

পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রপ্তানিমুখী চারকোল শিল্প প্রতিষ্ঠা।

৩.০ উদ্দেশ্য :

৩.১ চারকোল প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের চারকোল উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি বিষয়ে সহায়তা প্রদান;

৩.২ চারকোল শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি;

৩.৩ উৎপাদিত চারকোলের মান নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহযোগীতা প্রদান;

৩.৪ দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুযোগ সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা প্রদান;

৩.৫ চারকোল রপ্তানিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা প্রদান;

৩.৬ চারকোল শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

৩.৭ চারকোল শিল্পে প্রবৃদ্ধি অর্জনে দক্ষ, উপযুক্ত ও প্রতিযোগিতা সক্ষম গতিশীল ব্যক্তিখাত সৃষ্টি;

৩.৮ পরিবেশসম্মত উপায়ে চারকোল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান; এবং

৩.৯ চারকোল রপ্তানির ক্ষেত্রে The Cargo Incident Notification System (CINS), The International Group of Protection & Indemnity Clubs, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর নির্দেশনাবলীসহ প্রযোজ্য অন্যান্য আইন/বিধি/নীতি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ।

৪.০ **প্রযোজ্যতা :**

পাটখড়িসহ অন্য যে কোনো উপকরণ দ্বারা চারকোল উৎপাদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট শিল্প।

৫.০ **বাস্তবায়ন কৌশল :** বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/পাট অধিদপ্তর :

৫.১ চারকোল শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যখন যেইভাবে প্রয়োজন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সাথে (যেমন : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর ইত্যাদি) যোগাযোগ ও সমন্বয় করিবে;

৫.২ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, চারকোল শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আন্তঃ মন্ত্রণালয়/আন্তঃ দপ্তর যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কাঙ্খিত সমাধান অর্জনে প্রয়াস গ্রহণ করিবে;

৫.৩ চারকোল শিল্পে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

৫.৪ চারকোলের যথাযথ (স্ট্যান্ডার্ড) মান নির্ধারণপূর্বক চারকোল শিল্প সংক্রান্ত মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে, প্রয়োজনে এ লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে।

৬.০ **তদারকি ও পরিবীক্ষণ :**

পাট অধিদপ্তর সরকারের পক্ষে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করিবে। এছাড়া সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিমালা সংশোধনসহ নতুন নতুন নির্দেশনা ইত্যাদি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd